একটি ব্যতিক্রমী সংবাদ পত্রিকা

সংবাদ সোমালিয়া

শুধু খবর ছাপায় না (SAMBAD SOMALIA) হৃদয়ও কাঁপায়

• চতুর্বিংশ বর্ষ • ১২ম সংখ্যা • ২৫ জুন, ২০২৫ R.N.I No WBBEN/2002/12216 VOL-XXIV, 12th ISSUE, 25 June, 2025 বিনিময়-দুই টাকা

অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত তৃণমূলে অশনি সংকেত

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ এক সময় এক ছাতার তলায় ঐক্যবদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেস আজ আরামবাগে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের এক সংকটজনক চেহারা নিয়েছে। প্রতিদিনই যেন দৃশ্যমান হচ্ছে নতুন ফাটল, তৈরি হচ্ছে গোষ্ঠী, আর ভাঙছে পুরনো সম্পর্কের মজবুত বাঁধন। যাঁরা একদিন একসঙ্গে মঞ্চ ভাগ করে নেতৃত্ব দিয়েছেন, আজ তাঁরাই একে অপরের প্রতি অনাস্থার প্রতিচ্ছবি। আর এই ভাঙনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা। লোকসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তৃণমূলের এই দুর্গে চোখে পড়ার মতো বদল এসেছে। অনেকেই বলছেন, দলের মধ্যে এখন আর কোনও ঐক্য নেই;আছে শুধুই বলয় আর বলয়ভিত্তিক অনুগতদের খেলা। যা পরিণত হয়েছে ঠান্ডা লড়াইয়ের এক রূঢ় বাস্তবে। এক সময় যাঁরা দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যেই তৈরি হয়েছে দূরত্ব। একাধিক নেতা এখন প্রকাশ্যে পরস্পরের প্রতি বিরূপ, কিংবা নিরব শত্রুতার পথ বেছে নিয়েছেন। সাংগঠনিক কর্মীদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি;কে কার সঙ্গে, কে কাকে অনুসরণ করবেন, আর কার পাশে থাকলে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত;এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, এই দ্বন্দ্বের অন্যতম প্রতিচ্ছবি দেখা গেছে সাংসদ মিতালি বাগের সঙ্গে জেলা নেতৃত্বের সম্পর্কেও। এক সময় যাঁরা তাঁর পাশে ছিলেন, আজ তাঁদের সঙ্গেই রাজনৈতিক ব্যবধান বেড়েছে। এই অস্থির সময়ে তৃণমূল আরামবাগে কার্যত তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে গেছে। এই ত্রিমুখী বিভাজনের একজন হলেন জেলা সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায়। তিনি এক সময় সাংসদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হলেও বর্তমানে তাঁদের সম্পর্ক যথেষ্ট শীতল বলে অনেকের দাবি। সংগঠন সামলাতে গিয়ে তিনি নিজের বলয় গড়ে তুলেছেন। কারও কারও মতে, সেখানে রয়েছেন হুগলি জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি ও প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, প্রাক্তন উপ-পৌরপ্রধান রাজেশ চৌধুরী, কিষান খেত মজদুর সেলের সভাপতি শেখ নিয়াজুল, খানাকুলের দুই ব্লকের সভাপতি দীপেন মাইতি ও রমেন প্রামাণিক এবং গোঘাট ১ নম্বর ব্লকের সভাপতি সঞ্জিত পাখিরা। এই অবস্থায় রাজ্য স্তরের পরিচিত মুখ স্বপন নন্দীও নিজের বলয় ধরে রাখার চেষ্টা করছেন। এক সময় কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা ও শেখ নিয়াজুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। আজ সেই সম্পর্কের জায়গা নিয়েছে মনোমালিন্য ও অভিমান। তাঁর সঙ্গে পৌরপ্রধান সমীর ভান্ডারীর সম্পর্কও তলানিতে। তবু সাংসদ মিতালি বাগ তাঁর পাশেই আছেন বলে মনে করা হয়। স্বপন নন্দী বর্তমানে

এরপর ২ পাতায়

তৃণমূল নেতা খুন ঃ ১ জনের ফাঁসি, ১৮ জনের যাবজ্জীবন

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ গোঘাটের তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় মঙ্গলবার ১৯ জনের বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা করল আরামবাগ মহকুমা আদালত। মূল অভিযুক্ত বলদেব পালের ফাঁসি এবং বাকি ১৮ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষণা করেন বিচারক। হুগলি জেলা মুখ্য সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গাঙ্গুলি জানান, ২০১১ সালের ৯ ডিসেম্বর ছিল গোঘাটের সাওড়া ইউনিয়ন হাই স্কুল পরিচালন সমিতির মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। ওই মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ বাঁধে। সেই সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তৃণমূল নেতা তথা গোঘাটের আমডোবা গ্রামের বাসিন্দা শেখ নঈমউদ্দিনের। এরপর তাঁর স্ত্রী তাহেরা বেগম গোঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে চলা এই মামলায় বহু সাক্ষ্য প্রমাণের পর আরামবাগ মহকুমা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশান জজ কোর্টের বিচারক কিষেন কুমার আগরওয়াল সোমবার ১৯ জনকে দোষী ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার তাদের সাজা ঘোষণা হল। শংকরবাবু জানান, তিনি মূল অভিযুক্ত বলদেব পালের ফাঁসি এবং বাকিদের সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন

এরপর ৪ পাতায়

বন্যা পরিস্থিতি দেখলেন দুই মন্ত্রী

সোমালিয়া সংবাদ, খানাকুল ঃ টানা বৃষ্টিতে প্লাবিত খানাকুলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সেই জলমগ্ন পরিস্থিতির হালহকিকত খতিয়ে দেখতে রবিবার বিকেলে সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও পুলক রায়। তাঁরা প্রথমে পৌঁছান খানাকুলের বালিপুরে। নদী ও খালের জলস্তর কতটা বেড়েছে, কোথায় জল ঢুকেছে, কোন বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার সব কিছু নিজের চোখে পর্যবেক্ষণ করেন দুই মন্ত্রী। বালিপুর ও ছত্রশাল এলাকায় মুন্ডেশ্বরী নদীর উপর একটি বাঁশের সেতু পার হয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রীরা। শোনেন তাঁদের দুর্দশার কথা। বিশেষ করে কিছু মহিলারা জানান, তাঁদের ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে। ত্রিপল খাটিয়ে কোনওরকমে বসবাস করছেন তাঁরা। এই

অবস্থায় তাঁরা সরকারি সাহায্যের আবেদন জানান। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম আশ্বস্ত করেন, যাঁদের বাড়িঘর ভেঙেছে তাঁদের বাংলা আবাস যোজনার আওতায় ঘর দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে নদীবাঁধ সংস্কারের দায়িত্বে থাকা ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রীরা। দ্রুত কাজ শেষ করার নির্দেশও দেন। এরপর তাঁরা রওনা দেন তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙ্গার উদ্দেশ্যে, সেখানে একটি প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দেন। চাঁপাডাঙ্গায় প্রশাসনিক বৈঠক শেষে

এরপর ২ পাতায়

প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন বিজয় আর গণতন্ত্র

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ গণতন্ত্রে বিরোধী কণ্ঠ যত জোরালো, রাজনীতি ততই ভারসাম্যপূর্ণ ও সুস্থ। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে গোঘাট ১ নম্বর ব্লক সহ আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন সমবায় সমিতি নির্বাচনে বিরোধী দলের কার্যত অনুপস্থিতি একটি নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে; প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন জয় কি গণতন্ত্রের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে? ভোটারদের একাংশের মতে, ''যখন আগে থেকেই জানা থাকে কে জিতবে, তখন ভোট দিয়ে কী হবে? আমাদের মতামতের দাম কোথায়?'' তারা মনে করছেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে ভোট দেওয়ার অধিকার কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা কমছে অনেকের মধ্যেই। বিরোধী দলের অভিযোগ, শাসক দলের প্রভাব, প্রশাসনিক চাপ এবং কখনও কখনও ভয়ভীতি এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছে, যেখানে তারা স্বাধীনভাবে মনোনয়ন পর্যন্ত জমা দিতে পারছেন না। অনেক এলাকায় তারা বলছেন, ''আমরা চাই নির্বাচন হোক, কিন্তু সমান সুযোগ না থাকলে লড়ব কীভাবে?'' বিশেষজ্ঞদের মতে, গণতন্ত্র কেবল মাত্র জয়-পরাজয়ের হিসাব নয়, বরং এটি এক দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক চুক্তি, যেখানে জনগণের মতামত এবং বিশ্বাসের উপর

এরপর ২ পাতায়

বাঁধ মেরামতি অসম্পূর্ণ, আতঙ্কে খানাকুল

সোমালিয়া সংবাদ, খানাকুল ঃ বর্ষা এসেছে কড়া নাড়তে, অথচ নদীর বাঁধ এখনও প্রস্তুত নয়। আরামবাগ মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় নদী আর খালের জালে ঘেরা এই ভূখণ্ডে বৃষ্টি মানেই আতঙ্ক; কবে কোথা থেকে বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে পড়বে! বছর বছর একই ছবি; ঘরছাড়া মানুষ, ভেসে যাওয়া গবাদি পশু, জমির ফসল জলে তলিয়ে যাওয়া। অথচ সেই আতঙ্ক রুখতে যেসব বাঁধ মেরামতের কথা, তার অনেকটাই এখনো কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ। আগে থেকে কাজ শুরু না হওয়ায়, এখন মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই হুঁশ ফিরেছে প্রশাসনের। নদীঘেরা আরামবাগ মহকুমা বছরের পর বছর বন্যার কবলে পড়ে আসছে। দামোদর, দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী ও রূপনারায়ণ; এই চারটি প্রধান নদী ছাড়াও অসংখ্য শাখা নদী ও খালের কারণে বর্ষাকালে এখানকার চারটি থানাতেই প্রায় প্রতি বছর দেখা যায় বন্যা পরিস্থিতি। বিশেষ করে খানাকুল এলাকায় নদীর বাঁধ ভেঙে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়, বহু মানুষ গৃহহীন হন, গবাদি পশু ভেসে যায়, ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, বন্যা প্রতিরোধে সরকার ও প্রশাসন কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে না। নেতা-মন্ত্রীদের উপস্থিতি ও আশ্বাস যেন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। বিপর্যয়ের সময় একের পর এক মন্ত্রী, আধিকারিক এলাকা ঘুরে যান, ছবি তোলেন, আশ্বাস দেন, তারপর দীর্ঘ নীরবতা। এ বছরের চিত্রটিও ভিন্ন নয়। অনেক আগেই বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, বর্ষা মাথায় নিয়েও কাজ চলছে, ফলে প্রবল বৃষ্টিপাতে বাঁধ

এরপর ২ পাতায়

নলিনী নার্সিংহোম

ডাঃ কৌশিক কুন্ডু

M.B.B.S, M.S. (Chennai) (G&O)

প্রতি মঙ্গলবার
Laparoscopy
(মাইক্রোসার্জারী) করা হয়।

দামোদর ডায়াগনস্টিক সেন্টার

যোগাযোগ ঃ 9733808542, 8926893081

পল্লীশ্রী
আরামবাগ

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী

MBBS, MD, FIAMS (PHYSICIAN)
Reg. No. 54156 (WBMC)

: রোগী দেখছেন :

আরামবাগ স্পন্দন হেলথ পয়েন্ট

লিঙ্ক রোড, আরামবাগ, হুগলি

সময় : সকাল ১০.৩০ মি থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত।

প্রতি শনিবার বন্ধ

যোগাযোগ : 9732224783, 9775034533

সংবাদ সোমালিয়া

১০ আষাঢ় ঃ বুধবার ১৪৩২ ঃ ২৫ জুন, ২০২৫

যুদ্ধের দামামায় হারিয়ে যাচ্ছে মানবতা

পৃথিবীর আকাশে এখন আর সূর্য ওঠে না শান্তির আলো নিয়ে, বরং প্রতিদিন শুরু হয় বোমার বিস্ফোরণ, রক্তের স্রোত, আর কান্নার ধ্বনি দিয়ে। ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধ যেন দীর্ঘশ্বাসে মোড়া এক ইতিহাস, যেখানে প্রতিটি দিন মানে অসহায় মানুষের মৃত্যুমিছিল। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল ও প্যালেস্টাইনের সংঘর্ষে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পড়ছে শিশুদের শয্যাতেও। তেহরান ও ইজরায়েলের সংঘাতে যুক্ত হয়েছে আমেরিকা; আরও এক যুদ্ধ, আরও এক বিভীষিকা। এই লড়াইয়ে কার জয় হবে কেউ জানে না, কিন্তু হারছে একটাই; মানবতা। ধ্বংস হচ্ছে ঘরবাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল; হারিয়ে যাচ্ছে স্বপ্ন, সাহস আর শান্তির প্রতিচ্ছবি। যুদ্ধ মানে শুধু গোলাগুলি নয়, যুদ্ধ মানে একজন শিশুর মা হারানো, একজন বৃদ্ধের একলা পড়ে থাকা। বিশ্ব আজ দাঁড়িয়ে আছে অস্ত্র আর অমানবিকতার মুখোমুখি। মানবতা যেন হারিয়ে গেছে বন্দুকের ট্রিগারের ভেতর। এখন সময় এসেছে আত্মজিজ্ঞাসার; এই রক্তের পথেই কি ভবিষ্যতের আলো? নাকি এবার থামতেই হবে, নইলে রক্ষা পাবে না কিছুই; না মানুষ, না মনুষ্যত্ব।

অস্মিতা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট
চাইনিজ, কন্টিনেন্টাল, মোগলাই খাবারের সম্ভার
পরিচ্ছন্নতা ও কোয়ালিটি আমাদের মূলধন
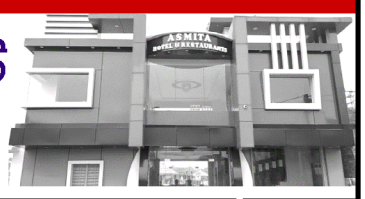
ময়াল বাসস্ট্যান্ড, খানাকুল, হুগলি

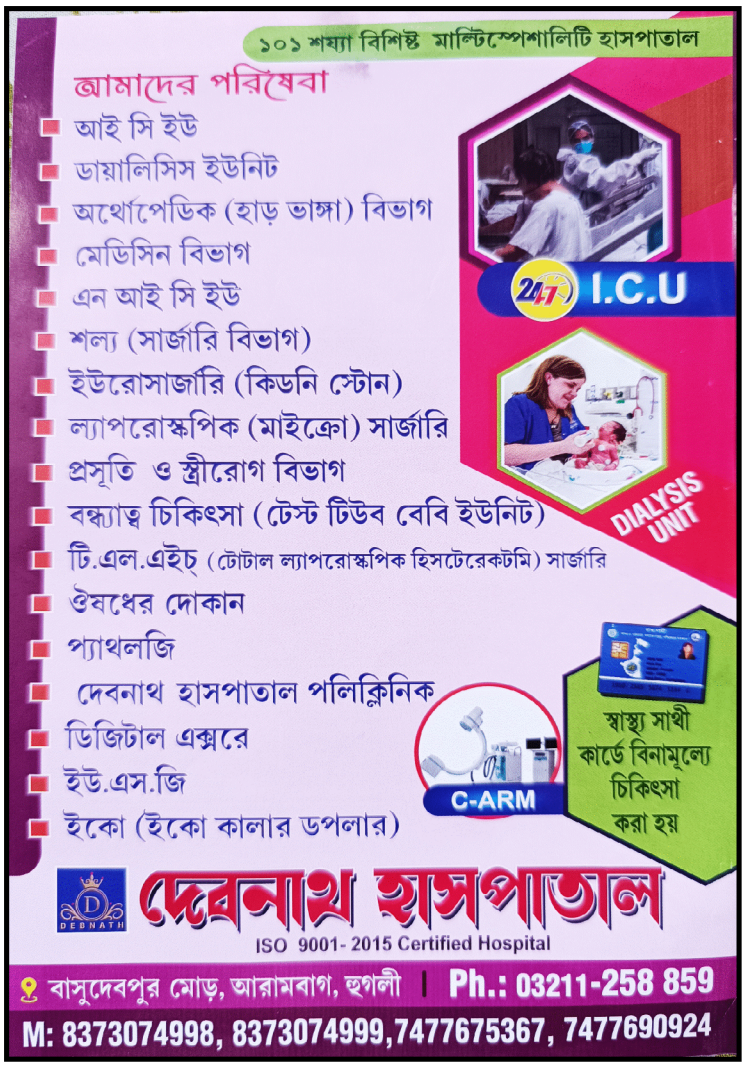

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগ্নস্টিক
আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।

শহিদ সমাবেশের প্রস্তুতি শুরু গোঘাটে

সোমালিয়া সংবাদ, গোঘাট ঃ ২১ জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসমাবেশে রেকর্ড জনসমাগম ঘটাতে প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে গোঘাট-১ নম্বর ব্লক তৃণমূল। রঘুবাটি অঞ্চলে 'ধর্মতলা চলো' স্লোগান তুলে নারকেল ফাটিয়ে দেওয়াল লিখনের সূচনা করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল সভাপতি শ্রীকান্ত চ্যাটার্জি-সহ বহু কর্মী-সমর্থক। দেওয়াল লিখন ঘিরে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনা। দেওয়াল লিখনের পর একটি মিছিলও করেন তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মীরা। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় জানান, দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জি এবারের একুশে জুলাই সমাবেশকে স্মরণীয় করে তোলার ডাক দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এবারের জনসমাগম অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যেই গোঘাটে শুরু হয়েছে জোর প্রস্তুতি। বিজয় রায় আরও বলেন, "আমরা এবার মুখ্যমন্ত্রীকে চতুর্থবারের জন্য পদে বসাতে চলেছি। তাই এই সমাবেশ শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, ঐতিহাসিক একটি দিন হতে চলেছে। প্রতিটি অঞ্চল ও বুথ স্তর থেকে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে ধর্মতলায় পাঠানো হবে।" তিনি জানান, রেকর্ড সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ট্রেন, বাস এবং ব্যক্তিগত গাড়ির মাধ্যমে যাতায়াতের বিশেষ পরিকল্পনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে মিছিল ও সভা করা হবে সমাবেশের প্রচারে। তৃণমূলের রঘুবাটি অঞ্চল সভাপতি শ্রীকান্ত চ্যাটার্জি বলেন, "একুশে জুলাই আমাদের আবেগ, আমাদের পথ দেখার দিন। সারা বছরের কাজের দিশা ওইদিনই আমাদের নেত্রী দেন। তাই আজ থেকেই আমরা মাঠে নেমে পড়েছি।"

জোর কদমে চলছে আরামবাগ পাঠশালার বাছাই পর্ব

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ আরামবাগ মহকুমা পুলিশের উদ্যোগে 'আরামবাগ পাঠশালা' প্রকল্পের বাছাই প্রক্রিয়া চলছে জোর কদমে। ইতিমধ্যেই আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর কার্যালয়ে শেষ হয়েছে ইন্টারভিউ পর্ব। এই কর্মসূচির মূল উদ্যোক্তা আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অভাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতেই এই প্রকল্প শুরু করেছেন তিনি। পুলিশের এমন মানবিক উদ্যোগ ইতিমধ্যেই প্রশংসিত হয়েছে এলাকায়। জানা গেছে, 'আরামবাগ পাঠশালা' প্রকল্পে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য মোট ১৭১ জন আবেদন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রাথমিক বাছাইপর্ব হিসেবে একটি লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেই পরীক্ষার মাধ্যমে ১২০ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে বেছে নেওয়া হচ্ছে চূড়ান্ত ৪০ জন ছাত্রছাত্রী, যাঁদের নিয়মিত ক্লাসের মাধ্যমে গাইড করা হবে সরকারি চাকরির বিভিন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য। প্রতিদিন একাধিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা পাঠদান করবেন। এখন বাছাই প্রক্রিয়া একেবারে শেষ পর্যায়ে। খুব শীঘ্রই শুরু হয়ে যাবে ক্লাস। আরামবাগের বহু পড়ুয়ার কাছে এই উদ্যোগ হয়ে উঠেছে নতুন আশার আলো।

১ পাতার পর

বাঁধ মেরামতি অসম্পূর্ণ

সংস্কারের কাজ কার্যত থমকে যাচ্ছে। ডিভিসির জলে নদীর জলস্তর বাড়ছে, ফলে যেকোনো মুহূর্তে বাঁধ ভেঙে পড়ার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্তদের আতঙ্ক ক্রমশ বাড়ছে। অবশ্যই প্রশাসনের তরফ থেকে তৎপরতার অভাব নেই; রাজ্যের সেচ দপ্তরের সচিব মণীশ জৈন, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, বেচারাম মান্না, পুলক রায়, এমনকি হুগলি জেলাশাসক মুক্তা আর্য; সকলেই পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছেন এবং আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, 'পরিদর্শন নয়, চাই কার্যকর ব্যবস্থা। আমরা আর প্রতিবার ভেসে যেতে চাই না।' বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিবছরের এই সংকটকে যদি বার্ষিক নিয়ম হিসেবে ধরেই নেওয়া হয়, তাহলে পরিকল্পনাও হওয়া উচিত দীর্ঘমেয়াদি ও শক্ত ভিত্তির উপর। শুধু অস্থায়ী বাঁধ নয়, প্রয়োজন পাকা ও টেকসই বাঁধ। পাশাপাশি, নদী সংস্কার, সেচব্যবস্থা উন্নয়ন এবং জলছাড়া সমন্বয় নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত নীতি গঠনেরও দাবি উঠছে। বিপর্যয় আসার পর দৌড়ঝাঁপ নয়, আগে থেকেই স্থায়ী প্রতিরোধ; এই চেতনাই এবার প্রশাসনের গ্রহণ করা উচিত, না হলে ভবিষ্যতেও বদলাবে না আরামবাগের জলছবি।

১ পাতার পর

অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত

নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে রাখলেও তাঁর অভিজ্ঞতা ও প্রভাব কমে যায়নি বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। অন্যদিকে, সংগঠনের তৃতীয় বলয় গড়ে উঠেছে যুব সভাপতি পলাশ রায়কে ঘিরে। নবীন প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সংগঠনে এক নতুন ধারা আনতে চাইছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন পৌরপ্রধান সমীর ভান্ডারী, গোঘাট ২ নম্বর ব্লকের সভাপতি সৌমেন দিগার, আরামবাগ ব্লকের সভাপতি শম্ভুনাথ বেরা প্রমুখ। এই গোষ্ঠী মূলত তরুণ নেতৃত্বের উপর ভর করে সংগঠনে জায়গা তৈরি করতে চাইছে। তবে অভিজ্ঞ নেতৃত্বের সঙ্গে নবীন বলয়ের দূরত্বই এখন দলের এক বড় সংকট। এর মধ্যে তারকেশ্বরেও দলীয় সমীকরণ জটিল। আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি তথা তারকেশ্বর পৌরপ্রধান উত্তম কুন্ডুর সঙ্গে জেলা সভাপতি রামেন্দু সিংহ রায়ের সম্পর্ক মোটেই সুমধুর নয় বলে দাবি একাংশের। সব মিলিয়ে বলা যায়, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা এখন কার্যত নেতৃত্বের দ্বিধাদ্বন্দ্বে বহু বিভক্ত। একদিকে অভিজ্ঞ নেতৃত্বের নিজস্ব বলয়, অন্যদিকে রাজ্যস্তরের প্রভাবশালী মুখের আত্মরক্ষার কৌশল, আর একদিকে তরুণ নেতৃত্বের সামনে উঠে আসার লড়াই। এই পরিস্থিতিতে ঐক্য আর দলীয় শৃঙ্খলা কোথায় দাঁড়িয়ে;সেই প্রশ্ন উঠছে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যেই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মত, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব না থামলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দলের ফলাফলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়া নিশ্চিত।

১ পাতার পর

প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন বিজয়

ভিত্তি করে শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। একতরফা নির্বাচনের প্রবণতা সেই বিশ্বাসকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে দিতে পারে। শাসক দলের একাংশও বলছেন, "বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পাওয়া একদিকে প্রশাসনিক সাফল্য মনে হলেও, দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক পরিণতির দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে। বিরোধী কণ্ঠ না থাকলে গণতন্ত্র একরৈখিক হয়ে পড়ে।" ফলে তৃণমূলের অভ্যন্তরেও এ নিয়ে নিরব অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠছে; গণতান্ত্রিক পরিবেশে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন ফিরিয়ে আনা দরকার। রাজনৈতিক মতের স্বাধীনতা, সকলের অংশগ্রহণ এবং স্বচ্ছতা; এই তিনটি স্তম্ভের উপরই গণতন্ত্র টিকে থাকে। না হলে জনগণের অবদমিত ক্ষোভ একদিন বড় সামাজিক বিস্ফোরণে পরিণত হতে পারে; এমন আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেকে।

১ পাতার পর

বন্যা পরিস্থিতি দেখলেন

মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির হস্তক্ষেপে ডিভিসি এখন জল ছাড়া বন্ধ করেছে। ফলে জলস্তর কমতে শুরু করবে বলে আশাবাদী তিনি। পাশাপাশি যেসব বাঁধ ভেঙেছে তা সংস্কারের জন্য সেচ দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান। মন্ত্রী এদিন কড়া ভাষায় বিরোধীদেরও আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, বিরোধীরা যদি গুন্ডামি করে বা এলাকাকে উত্তপ্ত করতে চায়, তাহলে পুলিশকে শক্ত হাতে ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকার তার কাজ করবে, বিরোধীদের অনুমতি নিতে হবে না। খানাকুল, গোঘাট যেন দুষ্কৃতীর আঁতুড়ঘর না হয়ে ওঠে, সেই দিকেও নজর রাখার নির্দেশ দেন তিনি। মন্ত্রী জানান, কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে কোনো অর্থসাহায্য আসছে না। অথচ বিরোধীরা সেই বিষয়কে ঘিরেই রাজনীতি করছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই দুর্যোগে নিরপেক্ষভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। যাঁদের বাড়ি ভেঙেছে, তাঁদের পুনর্গঠনের জন্য রাজ্য সরকার সদা প্রস্তুত বলে জানান ফিরহাদ হাকিম। এদিন দুই মন্ত্রী ছাড়াও চাঁপাডাঙ্গায় প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আর এক মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও বিধায়ক করবী মান্না। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন হুগলি জেলাশাসক মুক্তা আর্য, হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, সহ-সভাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, সাংসদ মিতালী বাগ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃশানু রায়, এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী, আরামবাগ মহকুমা শাসক রবি কুমার, বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়, অসীমা পাত্র, রাজ্য তৃণমূলের সম্পাদক স্বপন নন্দী, আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার যুব সভাপতি পলাশ রায়, আরামবাগের পৌরপ্রধান সমীর ভান্ডারী ও তারকেশ্বরের পৌরপ্রধান উত্তম কুন্ডু, আরামবাগ থানার আইসি রাকেশ সিং, পুরশুড়া থানার ওসি শুভজিৎ দে, খানাকুল থানার ওসি মুন্সী হামিদুর রহমান ছাড়াও অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

শিশুপুত্রকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার সৎমা

সোমালিয়া সংবাদ, খানাকুল ঃ চার বছরের এক শিশুকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির খানাকুলে। শনিবার এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে জগন্নাথপুর গ্রামে। মৃত শিশুটির নাম কৃষ্ণ কোলে। প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগের তীর উঠেছে তার সৎ মায়ের দিকেই। জানা গেছে, ২০১৮ সালে খানাকুলের স্বর্ণেন্দু কোলে ভালোবেসে বিয়ে করেন কায়বা গ্রামের প্রতিমা বক্সিকে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিমার মৃত্যু হয় শারীরিক অসুস্থতার কারণে। তখন কৃষ্ণের বয়স ছিল মাত্র দু'বছর। মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই কৃষ্ণ ঠাকুমা ও দিদার কাছেই মানুষ হতে থাকে। এরপর স্বর্ণেন্দু ফের বিয়ে করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী সোমা দাস, ঘাটাল থানার মারিটা গ্রামের বাসিন্দা, নিজের প্রথম স্বামী ও এক সন্তানকে ছেড়ে অন্য এক সন্তানকে নিয়ে স্বর্ণেন্দুর বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। তবে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আদৌ মধুর ছিল না বলেই দাবি পরিবারের। দিন পনেরো আগে স্বর্ণেন্দু কোলে সোনার কাজের জন্য সুরাটে চলে যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাড়ির ভিতরে কী ঘটত, তা বাইরে জানা যেত না। শনিবার হঠাৎ খবর আসে যে কৃষ্ণ আর নেই। তখনই চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। কৃষ্ণের মামাবাড়ির অভিযোগ, শিশুটিকে নৃশংসভাবে মারধর করে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে খুন করেছে সোমা। এই অভিযোগের ভিত্তিতে কৃষ্ণের দাদু বংশীবদন বক্সী খানাকুল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযুক্তকে রবিবার সকালে পাঁচুইখানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। কৃষ্ণের বাবা স্বর্ণেন্দু কোলেও জানিয়েছেন, যদি প্রমাণিত হয় যে সোমাই তাঁর ছেলেকে খুন করেছে, তাহলে তিনি চান আদালত যেন তাকে ফাঁসির সাজা দেয়।

[redacted] সুকান্ত মজুমদারকে হেনস্থার প্রতিবাদ [redacted]

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে বজবজে হেনস্থার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আরামবাগ বর্ধমান রোডের দৌলতপুর এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বিজেপি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুশান্ত বেরা। তিনি জানান, একজন নির্বাচিত সাংসদ ও রাজ্য সভাপতির উপর এভাবে হামলা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবমাননা। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান তিনি। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, সুকান্ত মজুমদার বজবজে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলার ঘটনার পরিদর্শনে গেলে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং ১০০ দিনের টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তুলে অপমানজনক আচরণ করা হয়। এমনকি তাঁকে জুতো দেখানোর ঘটনাও ঘটে। এই ঘটনার প্রতিবাদেই এদিন আরামবাগে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ কর্মসূচি নেওয়া হয়।

রাস্তা না হলে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি

সোমালিয়া সংবাদ, গোঘাট ঃ গোঘাট ১ নম্বর ব্লকের কাঁটালী দে পাড়ার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা সংস্কার না হওয়ার প্রতিবাদে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত ১৩ বছর আগে রাস্তার কিছু অংশে লালমাটি ফেলা হলেও এরপর কোনও সংস্কারের কাজ হয়নি। বর্ষাকালে রাস্তায় হাঁটু জল ও কাদা জমে যায়, ফলে হাঁটা তো দূরের কথা, গাড়ি কিংবা অ্যাম্বুলেন্সও ঢুকতে পারে না। একাধিকবার প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, ভোটের সময় সবাই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়, কিন্তু ভোট মিটতেই কেউ আর ফিরেও তাকায় না। এবারে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন;রাস্তা না হলে ভোট নয়, এমনকি কোনও রাজনৈতিক নেতাকেও গ্রামে ঢুকতে দেবেন না। বিজেপি নেত্রী দোলন দাসের অভিযোগ, কাঁটালীতে তৃণমূল পরাজিত হওয়ায় ইচ্ছাকৃতভাবে উন্নয়নের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। তাঁরা এই ঘটনার জন্য শাসক দলকে দায়ী করেছেন। তবে তৃণমূল নেতা তথা স্থানীয় বাসিন্দা মনোরঞ্জন পাল গ্রামবাসীদের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ''ওই রাস্তার অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। দ্রুত সংস্কার হওয়া জরুরি।''

নৌকাই ভরসা, বর্ষার আতঙ্কে চলছে মেরামতি

সোমালিয়া সংবাদ, খানাকুল ঃ ''নদীর পাড়ে বাস, দুঃখ বারোমাস''; এই প্রবাদ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে হুগলির খানাকুলে। টানা বর্ষণে মুণ্ডেশ্বরী নদীর জলস্তর বাড়ছে। ডিভিসি জল ছাড়ায় প্লাবনের সম্ভাবনা আরও ঘনীভূত হয়েছে। বাঁধ ভেঙে বা উপচে জল ঢুকে পড়ার আশঙ্কায় নদীপাড়ের গ্রামগুলোয় ছড়িয়েছে উদ্বেগ। এমন পরিস্থিতিতে একমাত্র ভরসা হয়ে ওঠে নৌকা। বাজারে যাওয়া, বাচ্চাদের স্কুলে পৌঁছানো কিংবা হাসপাতালের জরুরি চিকিৎসার জন্য এই নৌকাই তখন একমাত্র পথ। তাই গ্রামের মাঝিরা নিজেদের ভাঙাচোরা নৌকা মেরামতে দিনরাত ব্যস্ত। কারণ তাঁদের ভালো করেই জানা; নদী কখনও নিজের রূপ বদলে দেয় হঠাৎ করেই। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে আগে থেকেই তৈরি হওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পৌরসভার রক্তদান

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ শনিবার আরামবাগ পৌরসভার কর্মচারীদের পরিচালনায় ও পৌরপ্রধান সমীর ভান্ডারীর সহযোগিতায় এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পৌরসভা কার্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে সকাল থেকেই সাধারণ মানুষ ও পৌরকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রতিটি রক্তদাতাকে একটি করে চারা গাছ উপহার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ পৌরসভার পৌরপ্রধান সমীর ভান্ডারী, উপ পৌরপ্রধান মমতা মুখার্জি এবং পৌরসভার অন্যান্য কর্মীরা।

মানবিক উদ্যোগ

সোমালিয়া সংবাদ, খানাকুল ঃ ''মানবতার শ্রেষ্ঠ দান রক্তদান''; এই মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে খানাকুলের কায়বা বাইতুল ফান্ডের পক্ষ থেকে প্রথমবারের মতো একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই মহৎ কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় দীর্ঘদিন ধরে রক্তদান সচেতনতায় সক্রিয় সংস্থা, খানাকুল ব্লাডফ্রেন্ডস সোসাইটি। শুধু রক্তদানই নয়, এদিন শিবিরে আগতদের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল।

বজ্রাঘাতে গৃহবধূর মৃত্যু

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ রবিবার মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী থাকল আরামবাগের গৌরহাটি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিহিবাগনান মীরপাড়া এলাকা। সেখানে বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃতার নাম মমতা সাঁতরা, বয়স ৩৫ বছর। পরিবার সূত্রে জানা যায়, এদিন সকাল থেকে আকাশে ঘন মেঘ ও প্রবল বজ্রপাত হচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে বাড়ির ছাদে কাপড় তুলতে যান মমতা দেবী। তখনই আকস্মিকভাবে বাজ পড়ে তাঁর গায়ে লাগে। ঘটনার তীব্রতায় ছাদের একাংশও ফেটে যায় বলে জানা গিয়েছে। স্বামী শীতল সাঁতরা সহ পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাঁকে আরামবাগ প্রফুল্ল চন্দ্র সেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতার স্বামী জানান, 'আমার ছেলে-মেয়ে ঘরের ভেতরে ছিল। ও একা কাপড় তুলতে ছাদে গেছিল। এত তাড়াতাড়ি সব শেষ হয়ে যাবে ভাবিনি।' অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।

৯ মাস পর বাঁধ মেরামতির কাজ

সোমালিয়া সংবাদ, খানাকুল ঃ প্রায় ৯ মাস আগে খানাকুলে মুণ্ডেশ্বরী নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল বিস্তীর্ণ এলাকা। সেই বিপর্যয়ের দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হয়নি। অবশেষে প্রায় ন মাস পর ডিভিসি-র জল ছাড়ার মাঝে হঠাৎ করে সেচ দপ্তর তড়িঘড়ি মেরামতির কাজে নেমেছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা খানাকুল এলাকায়। কারণ নদীতে জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ ভাঙার পুরনো স্মৃতি ফিরে আসছে মানুষের মনে। ঘটনাটি চিংড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চব্বিশপুরের বলাইচক এলাকার। তাঁদের বক্তব্য, এখন যা মেরামতি হচ্ছে তা বর্ষার মুখে কাদামাটি ও বালির বস্তা দিয়েই চলছে, যা মোটেই টেকসই নয়। মানুষ ভয় পাচ্ছে আবার কোনও বড় বিপর্যয় হলে দায় কে নেবে। এই পরিস্থিতিতে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। তিনি সরাসরি রাজ্য সরকারকে দায়ী করে প্রশ্ন তুলেছেন, কেন টেন্ডার প্রক্রিয়া এত দেরিতে শুরু হল? কেন বর্ষার মুখে এসে কাজ করতে হল? দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ফল কি মানুষকেই ভোগ করতে হবে?

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা অসিত কোঙার

সোমালিয়া সংবাদ, গোঘাট ঃ দীর্ঘ ছয় দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন হুগলির বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতা অসিত কোঙার। শুক্রবার ভোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন গোঘাটের কুমুড়সা কানপুরের নিজ বাসভবনে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সদস্য অসিতবাবু গোঘাট তথা আরামবাগ মহকুমার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক পরিচিত মুখ। ১৯৬৭ সাল থেকে কংগ্রেস দলের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি রাজনীতিকে জনসেবার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী শান্তিমোহন রায় ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের সান্নিধ্যে থেকে রাজনীতির পাঠ শুরু করেন তিনি। রাজনীতির বাইরেও নানা সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত ছিলেন অসিত কোঙার। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোঘাটের রাজনৈতিক মহলে। এক শোকবার্তায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, অসিতবাবুর অকাল প্রয়ানে আমরা মর্মাহত। তিনি আরামবাগ মহকুমায় কংগ্রেস রাজনীতি সহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করে পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করি। অন্যদিকে আরামবাগ মহকুমার কংগ্রেস নেতা সজল ভৌমিক বলেন, অসিতবাবু দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দলের সাংগঠনিক কাজে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বিসিডিএ-র রক্তদান শিবির

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে ''রক্ত দান মানেই জীবন দান'' এই বার্তা নিয়ে মানবিক উদ্যোগ নিল বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের আরামবাগ জোন। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর রবীন্দ্রপল্লীর কেমিস্ট ভবনে অনুষ্ঠিত হল এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এই মহৎ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সংগঠনের জোনাল সভাপতি অসিত কুন্ডু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি উত্তম কুমার পাল, সম্পাদক লক্ষীকান্ত সরকার, সদস্য সুব্রত মিত্রসহ অন্যান্য সংগঠক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

দোকান খালির নির্দেশ, বিপাকে ব্যবসায়ীরা

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে দোকান ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে আরামবাগ পৌরসভার গৌরহাটি মোড় সংলগ্ন বিবেকানন্দ হকার্স কর্নারের ব্যবসায়ীদের। প্রশাসনের এই নির্দেশে চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন বহু দোকানদার ও তাঁদের পরিবার। দোকানদাররা জানিয়েছেন, ২০০৮ সালে আরামবাগ পৌরসভার কাছ থেকে নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে তাঁরা ওই দোকানগুলি নিয়েছিলেন। সেখানেই দীর্ঘদিন ধরে চলছে তাঁদের ব্যবসা। অনেকেই জানান, এই দোকানের উপর নির্ভর করেই তাঁদের সংসার চলে। সম্প্রতি জানা যায়, দোকানের পেছনের জমির মালিক সামনের ওই জায়গা খালি করে দিতে বলেন। তিনি তা খালি করে দেওয়ার দাবি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন। আদালতের রায় মেনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্প্রতি মাইকিং করে জানানো হয়েছে, পাঁচ দিনের মধ্যে দোকান খালি না করলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। তাঁরা জানিয়েছেন, হঠাৎ করে এত কম সময়ে বিকল্প ব্যবস্থা না পেলে পথে বসতে হবে তাঁদের। তাই দোকানদাররা আদালতের ওই রায়ের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ চেয়ে ফের আদালতের দ্বারস্থ হতে চলেছেন। তাঁরা আশাবাদী, ন্যায় বিচার পাবেন।

হাসপাতাল চত্বর থেকে মোবাইল-টাকা চুরি

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ হাসপাতালের মতো সংবেদনশীল জায়গাতেও এখন নিরাপদ নয় রোগীর আত্মীয়রা। রাতে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে এক দুষ্কৃতীর ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব হারালেন বেশ কয়েকজন রোগীর আত্মীয়। অভিযোগ, ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে তাঁদের কাছ থেকে চারটি মোবাইল ফোন ও ১০-১২ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় অভিযুক্ত। জানা গেছে, পুরশুড়ার কোটালপাড়ার বাসিন্দা শেফালী রেজার স্বামী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। তিনদিন ধরে এক অজানা ব্যক্তি তাঁদের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করছিল। ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তি শুধুই শেফালীদের নয়, আরও বেশ কয়েকজন রোগীর আত্মীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। রাতে সেই দুষ্কৃতী আস্থা অর্জনের সুযোগ নিয়ে কয়েকজনকে ঠান্ডা পানীয় দেয়। রাত গড়াতেই সবাই অচেতন হয়ে পড়েন। ভোরের দিকে জ্ঞান ফিরে এলে তাঁরা বুঝতে পারেন, তাঁদের মোবাইল ফোন ও টাকা নেই। মেডিকেল কলেজের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলেন। ক্ষুব্ধ রোগীর আত্মীয়রা আরামবাগ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

পুরশুড়ায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

সোমালিয়া সংবাদ, পুরশুড়া ঃ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে পুরশুড়া-২নং মন্ডলের উদ্যোগে শনিবার চিনিকলের মাঠে এক বিশেষ যোগ অনুশীলন শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ। তাঁর উপস্থিতিতেই শুরু হয় দিনের মূল পর্ব; যোগাভ্যাস। বিমানবাবু নিজেও কিছু সময় যোগাসনে অংশগ্রহণ করেন এবং উপস্থিত সকলকে উৎসাহিত করেন। বিভিন্ন বয়সের মানুষ, বিশেষ করে যুবক-যুবতীরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এই কর্মসূচিতে যোগ দেন। বিমান ঘোষ বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজির অনুপ্রেরণায় আজ দেশের সর্বত্র যোগ নিয়ে এত উৎসাহ। যোগ মানেই শুধু শরীরচর্চা নয়, এটি একটি জীবনধারা;যা সুস্থ সমাজ গঠনে সাহায্য করে।'

ফিরছে ১০০ দিনের কাজ, খুশিতে পদযাত্রা

সোমালিয়া সংবাদ, গোঘাট ঃ দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আবারও চালু হতে চলেছে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প। এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে শনিবার গোঘাট-১ নম্বর ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। মদিনা এলাকায় আয়োজিত এই পদযাত্রায় অংশ নেন শতাধিক তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। তাঁদের মুখে ছিল স্লোগান; ''১০০ দিনের কাজ ফেরাও, মানুষের রোজগার বাঁচাও।'' এলাকায় জনসচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার বার্তা ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন গোঘাট-১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জিত পাখিরা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায়, কর্মাধ্যক্ষ সঞ্জয় খান সহ ব্লকের অন্যান্য নেতৃত্ব। তাঁরা এই রায়কে ''মানুষের জয়'' বলে অভিহিত করেন। তৃণমূল নেতৃত্ব জানান, কেন্দ্র সরকার রাজনৈতিক কারণে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে। এবার আদালতের রায়ে প্রমাণিত, রাজ্য সরকার সঠিক ছিল। তাঁরা আশা করছেন, প্রকল্প চালু হলে গ্রামের বহু মানুষ উপকৃত হবেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এতদিন কাজ বন্ধ থাকায় বহু পরিবার চরম আর্থিক সংকটে পড়েছিল। এই সিদ্ধান্ত তাঁদের জীবনে নতুন আশার আলো নিয়ে এসেছে। অন্যদিকে একই কারণে সোমবার গোঘাট থানা এলাকায় মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস।

সেচ সচিবের উপর ক্ষোভ গ্রামবাসীদের

সোমালিয়া সংবাদ, খানাকুল ঃ প্রাক বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ও নদীবাঁধ পরিদর্শনে শুক্রবার আরামবাগে এলেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনীশ জৈন। সঙ্গে ছিলেন হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য, আরামবাগ মহকুমাশাসক রবিকুমার, সাংসদ মিতালি বাগ, হুগলি জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, আরামবাগ মহকুমা শাসক রবি কুমার, আরামবাগ এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী সহ প্রশাসনিক প্রতিনিধিদল। এদিন তাঁরা খানাকুলের মাড়োখানা এলাকার বন্যাপ্রবণ নদীবাঁধগুলি ঘুরে দেখেন। এলাকাবাসীর প্রত্যাশা ছিল, তাঁরা তাদের দাবি-দাওয়ার কথা সরাসরি সরকারি প্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরবেন। কিন্তু অভিযোগ, প্রতিনিধিদল কোনও স্থানীয়ের সঙ্গে কথা না বলেই বাঁধ পরিদর্শন সেরে ফেলেন। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। তাঁরা সরাসরি ক্ষোভ উগরে দেন প্রশাসনের প্রতি। এই সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছান খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষও। তিনি প্রকাশ্যে প্রশাসনের ভূমিকার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানান এবং গ্রামবাসীদের পাশে থাকার বার্তা দেন।

জোর কদমে চলছে আরামবাগ পাঠশালার বাছাই পর্ব

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ আরামবাগ মহকুমা পুলিশের উদ্যোগে 'আরামবাগ পাঠশালা' প্রকল্পের বাছাই প্রক্রিয়া চলছে জোর কদমে। ইতিমধ্যেই আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর কার্যালয়ে শেষ হয়েছে ইন্টারভিউ পর্ব। এই কর্মসূচির মূল উদ্যোক্তা আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অভাবী ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়াতেই এই প্রকল্প শুরু করেছেন তিনি। পুলিশের এমন মানবিক উদ্যোগ ইতিমধ্যেই প্রশংসিত হয়েছে এলাকায়। জানা গেছে, 'আরামবাগ পাঠশালা' প্রকল্পে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য মোট ১৭১ জন আবেদন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রাথমিক বাছাইপর্ব হিসেবে একটি লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেই পরীক্ষার মাধ্যমে ১২০ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে বেছে নেওয়া হচ্ছে চূড়ান্ত ৪০ জন ছাত্রছাত্রী, যাঁদের নিয়মিত ক্লাসের মাধ্যমে গাইড করা হবে সরকারি চাকরির বিভিন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য। প্রতিদিন একাধিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা পাঠদান করবেন। এখন বাছাই প্রক্রিয়া একেবারে শেষ পর্যায়ে। খুব শীঘ্রই শুরু হয়ে যাবে ক্লাস। আরামবাগের বহু পড়ুয়ার কাছে এই উদ্যোগ হয়ে উঠেছে নতুন আশার আলো।

১ পাতার পর

তৃণমূল নেতা খুন

কারাদণ্ড চেয়েছিলেন। তাঁদের যুক্তি ও সওয়াল শুনে বিচারক এই রায় দিয়েছেন। উল্লেখ্য, সোমবার একই সঙ্গে সাতজনকে মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বর্তমান বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক, সিপিআইএম নেতা দেবু চ্যাটার্জি ও ভাস্কর রায়। ২০১১ সালের ৯ ডিসেম্বর যখন ঘটনাটি ঘটে, তখন বিশ্বনাথ কারক ফরওয়ার্ড ব্লক দলের বিধায়ক ছিলেন। খালাস পাওয়ার পর সিপিআইএম নেতা ভাস্কর রায় বলেন, আমাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল। আজ সত্যের জয় হয়েছে। তবে বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এদিকে মঙ্গলবার চূড়ান্ত রায় শোনার পর মৃত তৃণমূল নেতা শেখ নঈমউদ্দিনের স্ত্রী তাহেরা বেগম বলেন, আজ আমি প্রচুর খুশি। এই দিনটার জন্যই অপেক্ষা করেছিলাম। অন্যদিকে আসামিদের পরিবার পরিজনরা আদালত চত্বরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাদের মধ্যে সিপিআইএম নেতা আখতার চৌধুরীর মেয়ে দাবি করেন, তাঁর বাবা ওই ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত ছিলেন না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানো হয়েছে। তিনি একজন বয়স্ক এবং অসুস্থ মানুষ। তাঁরা এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাবেন। এদিনের এই রায়কে কেন্দ্র করে আরামবাগ আদালত চত্বর এবং গোঘাটের সাওড়া এলাকায় বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

[redacted] ডিভিসির জল, ক্ষুব্ধ মন্ত্রী বেচারাম [redacted]

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ প্রতি বছরের মতো এবারও ডিভিসি রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে জল ছেড়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। তিনি শনিবার আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠকে ডিভিসির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। মন্ত্রী জানান, ডিভিসিকে আগেই বলা হয়েছিল জল নিয়ন্ত্রিতভাবে ছাড়তে এবং রাজ্যকে আগে জানাতে। কিন্তু বারবার এই নির্দেশ উপেক্ষা করে চলেছে তারা। শনিবার জল ছেড়ে দিয়েছে ডিভিসি। ফলে খানাকুল সহ আরামবাগ মহকুমার নদীগুলির জলস্তর বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি এলাকায় প্লাবনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় এদিন জরুরি প্রশাসনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয় বলে জানান মন্ত্রী। বেচারাম মান্না আরও বলেন, ডিভিসি ইচ্ছাকৃতভাবে জলাধারগুলি ড্রেসিং করছে না, ফলে জলধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। এতে মানুষকেই ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। তিনি ডিভিসির এই নীতিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অদূরদর্শী বলে কটাক্ষ করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলাশাসক মুক্ত আর্য, সহ-সভাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, সাংসদ মিতালি বাগ, বিধায়ক করবি মান্না, অসীমা পাত্র, রামেন্দু সিংহ রায়, মহকুমা শাসক রবি কুমার প্রমুখ।

আরামবাগে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ বিতরণ

সোমালিয়া সংবাদ, আরামবাগ ঃ শনিবার থেকে আরামবাগ মহকুমাজুড়ে শুরু হয়েছে দিঘার জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ বিতরণ। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রেশন দোকানগুলির মাধ্যমে এই প্রসাদ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের হাতে। প্রতিটি প্যাকেটে থাকছে একটি গজা, একটি প্যাড়া ও জগন্নাথদেবের ছবি। উপভোক্তারা বাড়িতে বসেই এই মহাপ্রসাদ পেয়ে অত্যন্ত খুশি। সকাল থেকেই রেশন দোকানগুলিতে ছিল উপচে পড়া ভিড়। আরামবাগ শহরের অনিমা দত্ত, সুকুমার দাস, পার্থ দে-র মতো বহু মানুষ জানিয়েছেন, এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ভালো। তাঁদের মতে, সরকার মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখাচ্ছে। মিঞাপাড়ার বাসিন্দা আরিয়ান আনসারিও এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এমন পবিত্র প্রসাদ ঘরে পৌঁছে যাওয়ায় মানসিক শান্তি পাচ্ছেন তাঁরা। এটি একটি অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। এদিন আরামবাগ পুরপ্রধান সমীর ভান্ডারী শহরের বিভিন্ন রেশন দোকানে মহাপ্রসাদ বিতরণের সূচনা করেন। তিনি বলেন, দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই প্রসাদ সকলের কাছে পৌঁছাতে এই ব্যবস্থা। রেশন ডিলার দেবাশিস কোলে জানান, শুক্রবার রাতেই প্রসাদ এসে পৌঁছেছে। পাঁচটি দফায় প্রত্যেক উপভোক্তার হাতে তা তুলে দেওয়া হবে। কেউ বাদ পড়লে, তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করে পরবর্তী সময়ে প্রসাদ দেওয়া হবে।

[redacted] বিজেপি কর্মীর রহস্যজনক মৃত্যু [redacted]

সোমালিয়া সংবাদ, গোঘাট ঃ গোঘাটের সানবাঁদী এলাকায় এক বিজেপি কর্মীর রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম শেখ বাকিবুল্লা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে নিজ বাড়ির বারান্দার গ্রিল থেকে রাস্তায় ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাটি প্রথম নজরে আসে মৃতের পরিবারে সদস্যদের। তাঁরা জানান, মৃতদেহের দুই হাত বাঁধা ছিল, যা স্বাভাবিক নয় বলেই মনে করছেন তাঁরা। মৃতের পরিবারের সাফ অভিযোগ, এটি আত্মহত্যা নয়, বরং পূর্ব পরিকল্পিত খুন। তাঁদের দাবি, শেখ বাকিবুল্লা একজন সক্রিয় বিজেপি কর্মী ছিলেন এবং রাজনৈতিক কারণে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়ে থাকতে পারে। ঘটনার খবর পেয়ে গোঘাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধারে গেলে উত্তেজিত জনতা বাধা দেয়। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বিজেপির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত বেরা, পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ, আরামবাগ পৌরসভার কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ ঘোষসহ অন্যান্য নেতৃত্ব। তাঁরা অভিযোগ করেন, শেখ বাকিবুল্লাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জেরে খুন করা হয়েছে। নেতারা কড়া ভাষায় দাবি করেন, দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। বিকেলেও তাঁরা থানার সামনে রাস্তায় মৃতদেহ রেখে পথ অবরোধ করে একই দাবি জানান।

প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপাল চন্দ্র ভক্ত

সোমালিয়া সংবাদ, পুরশুড়া ঃ বুধবার রাতে প্রয়াত হলেন আরামবাগ মহকুমার শেষ জীবিত স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপাল চন্দ্র ভক্ত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। ১৯৩০ সালে হুগলির পুরশুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন গোপালবাবু। মাত্র ১২ বছর বয়সে ছাত্রাবস্থায় ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যুক্ত হন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছোট বয়সেই ঝাঁপিয়ে পড়েন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তিনি একাধিকবার ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন ও কারাবরণ করেন। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেন তিনি। ভারত সরকারের তরফ থেকে তাঁকে সম্মান জানিয়ে প্রদান করা হয় তাম্রপত্র ও পেনশন। বৃহস্পতিবার তাঁর পুরশুড়ার বাড়িতে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় জমান বহু গুণমুগ্ধ মানুষ। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী লতিকা দেবী, চার পুত্র, এক কন্যা ও নাতি-নাতনিদের। তাঁর সংগ্রামী জীবন এবং ত্যাগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। গোপাল চন্দ্র ভক্তের জীবন ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে রইল।

ইমারতি দ্রব্য ঃ পুলিশের কড়া অভিযান

সোমালিয়া সংবাদ, গোঘাট ঃ দীর্ঘদিন ধরে পথচারী ও যাত্রীদের কাছে আতঙ্কের নাম ছিল রাজ্য সড়কের ধারে রাখা ইট, বালি ও পাথরের স্তূপ। ছোট থেকে বড় দুর্ঘটনা ছিল রোজকার ঘটনা। তবে এবার সেই চিত্র বদলাতে শুরু করেছে গোঘাট থানার পুলিশ;দৃঢ় হাতে নামল অভিযান। গোঘাট থেকে কামারপুকুর পর্যন্ত সাত নম্বর রাজ্য সড়কের ধারে পুলিশের এই উদ্যোগে সরিয়ে ফেলা হল বেআইনিভাবে রাখা নির্মাণ সামগ্রী। অভিযানে নেতৃত্ব দেন থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ মধুসূদন পাল। এদিন রাস্তার ধারে যত্রতত্র ফেলে রাখা ইট, বালি ও পাথরের ঢিবি সরানো হয়। কিছু ব্যবসায়ী দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জায়গা দখল করে জনসাধারণের চলাচলে বাধা সৃষ্টি করছিলেন বলে অভিযোগ। এই দখলদারি এবং বেহাল অবস্থার কারণে ইদানীং পথ দুর্ঘটনা বেড়েছিল মারাত্মক হারে। বাইক উল্টে পড়ছে, সাইকেল পিছলে যাচ্ছে, পথচারী পড়ে আহত হচ্ছেন;এই দৃশ্য ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। ইন্সপেক্টর ইনচার্জ মধুসূদন পাল জানিয়ে দেন, ভবিষ্যতে কেউ যদি রাস্তার ধারে এমনভাবে সামগ্রী রাখে, তবে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং নেওয়া হবে কঠোর আইনি ব্যবস্থা। এই কড়া বার্তা এলাকাবাসীর মধ্যে আশার আলো জাগিয়েছে। তাঁদের মতে, পুলিশ চাইলে এবং প্রশাসনের সদিচ্ছা থাকলে এমন সমস্যার সমাধান একদিনেই সম্ভব। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বলেন, ''এই রাস্তাগুলো আমাদের জীবনরেখা। সেগুলো দখল করে কেউ লাভ করতে পারে না। পুলিশের এই অভিযান একদম সময়োচিত।'' পথচলা সহজ করতে ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে পুলিশের এই ধরনের নিয়মিত অভিযান চালানো দরকার; এমনই মত সাধারণ মানুষের।

Printed, Published & Owned by Tuphan Mondal, Vidyasagar Palli, Ward No 6, Arambagh, Hooghly, W.B. Pin-712601, **Printer**-Ai Samay Parivar, Ward No-2, Arambagh, Hooghly, W.B. Pin-712601 **Ph.**-9564075555 **e-mail : somalianews47@gmail.com**
Editor : Tuphan Mondal